গাংনীর কাজিপুর থেকে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর খন্দকারপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৫০০গ্রাম গাঁজাসহ শিপন আলী (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।
গতকাল শনিবার রাতে ডিবির এস আই আহসান হাবিব ও এএসআই হেলাল উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করেন।
আটক শিপন আলী কাজিপুর খন্দকারপাড়ার ওছিম উদ্দীনের ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল জরিমানা

দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত করেন ।
শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদা বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ও লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাময়মাণ আদালত পরিচালনা করার সময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দুই জনকে জেল জরিমানা করা হয়েছে অনাদায়ে ১জনকে তিন দিনের জেল আরও একজনের ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।
এসময় তিনি বলেন, সকলে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন সুস্থ থাকেন। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার কে ঝুকিতে ফেলবেন না। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন। আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসের

পেশকার জিহন আলিও দামুড়হুদা থানা পুলিশ প্রমুখ।

ছাত্রজনতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জাতীয়তা বাদী আইনজীবি ঐক্য ফোরামের মানববন্ধন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী দিবসে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে নির্বিচারে ছাত্রজনতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মানববন্ধন মেহেরপুরে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী দিবসে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে নির্বিচারে ছাত্রজনতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জেলা জাতীয়তা বাদী আইনজীবি ঐক্য ফোরামের মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি অফিসের সামনে আইন জীবী ফোরমের সভাপতি রহমতুল্লাহ এর নেতৃত্বে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, আইনজীবী ফোরমের সাধারণ সম্পাদ মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা আইনজীবি সমিতির সাধারাণ সম্পাদক ফরিদ আহম্মেদ,সাবেক সেক্রেটারি আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, আইনজীবী ফোরমের সাংগঠিক সম্পাকদ আতাউল হক আন্টু,, আইনজীবি ফোরমের ভিপি আদিল, আইনজীবি সমিতির ভিপি রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাবেক সেক্রেটারি আসাদুল আজম খোকন ও কামরুল হাসান, আইনজীবি সমিতির যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান সহ জিল্লুর রহমান, সাইদুর রাজ্জাক, মখলেচুর রহমান স্বপন, আব্দুল আলিম প্রমুখ।

হেফাজতের হরতালকে ঘিরে কঠোর অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিবিরোধী বিক্ষোভ, সমাবেশ ও

সংঘর্ষে নিহতের ঘটনার জেরে রোববার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ হেফাজতে ইসলাম।

তবে হরতালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ-র্যা বের পাশাপাশি মাঠে রয়েছেন বিজিবি সদস্যরা। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর জন্য পুলিশ সদস্যদের সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকতে বলা হয়।

এই হরতাল কেন্দ্র করে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত সদস্যদের কঠোর অবস্থানে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয় বলে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও পুলিশ সদর দপ্তরের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

নির্দেশনায় চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের ওপর হামলার আশঙ্কায় ডিএমপিসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের সতর্ক অবস্থানেও থাকতে বলা হয়।

সূত্র জানায়, হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতাল কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিতের লক্ষ্যে পুলিশ ও র্যা ব সদর দপ্তরে পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশের জানমাল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় কঠোর অবস্থানে থাকতে বলা হয়েছে।

ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম বলেন, যারা এই হরতালের নামে বিক্ষোভ, মিছিল সমাবেশের নামে নাশকতার চেষ্টা করবে, জ্বালাও-পোড়াও করবে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে। কেউ যদি যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে, জানমালের ক্ষতির চেষ্টা করে, থানায় হামলা বা আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

র্যা বের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, ‘চলমান পরিস্থিতিতে যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে র্যাকব সদর দপ্তর সব ব্যাটালিয়নকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি র্যাাব সাইবার পেট্রোলিংয়ের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে। কেউ হরতালের নামে সহিংসতা করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে হরতালের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল।

এদিকে হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালে আনুষ্ঠানিক সমর্থন না জানালেও বিষয়টিকে যৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছে বিএনপি।

অন্যদিকে হেফাজত হরতালের নামে যাতে কোনো নাশকতা ও সহিংসতা চালাতে না পারে, সে জন্য মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

এ ছাড়া হরতালে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।

এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভে হাটহাজারীসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সংগঠনের নেতাকর্মীদের হতাহতের ঘটনায় শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং রোববার হরতাল ডাকে হেফাজতে ইসলাম।

এর পর শুক্রবার ডিএমপি কন্ট্রোলরুম থেকে রাজধানীতে কর্মরত আটটি বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি), অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) ও সহকারী পুলিশ কমিশনারদের (এসি) সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, ডিএমপির থানাগুলোয় পুলিশ ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্সে যে কোনো সময় হামলার ঘটনা ঘটতে পারে। ডিএমপি ছাড়াও এ সতর্কতা দেওয়া হয় সারা দেশের থানাগুলোতেও।

মেহেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় ইউপি সদস্যসহ ৪ আসামীর ৭ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে বিস্ফোরক মামলায় ইউপি সদস্যসহ ৪ আসামীকে ৭ বছরের কারাদন্ড ও ১১ আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ২য় আদালতের বিচারক রিপন্তি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষনা করেন। দন্ডিত আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য হাসান আলী, ইয়াদুল ইসলাম, সুরুজ আলী ও নুহু আলী। রায় ঘোষনার সময় ইউপি সদস্য হাসান আলী আদালতে উপস্থিত থাকলেও অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালসাদহ এলাকায় সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ডাকাতি করার প্রস্তুুতি নিচ্ছিল। এমন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছালে সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় হাসান, ইয়াদুল, সুরুজ ও নুহুকে গ্রেপ্তার করেন। ওই ঘটনায় গাংনী থানার এসআই জয়নাল আবেদীন বাদি হয়ে ১৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এস আই টিপু সুলতান প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় সাক্ষী প্রমানের ভিত্তিতে আদালত রায় ঘোষনা করেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহীদুল হক ও আসামী পক্ষে জিল্লুর রহমান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে এক ব্যক্তির জেল

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে আজিজুল (৫৩) নামের এক ব্যক্তিকে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। সেই সাথে ২শ টাকা অর্থদন্ডও করা হয়। বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার সবিতা সরকার এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

দন্ডিত অজিজুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়ার আমির শেখের ছেলে।

এর আগে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

এ সময় গাঁজা রাখার অভিযোগ প্রমাাণিত হওয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৯ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে একই আইনের ২১ ধারায় ৩ মাসের কারাদন্ড ও ২শ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন করতে ভার্চুয়াল আদালতের নির্দেশ

ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চ। মঙ্গলবার দুপুরে বিচারপতি নাইমা হায়দারের নেতৃত্বে গঠিত ভার্চুয়াল বেঞ্চ এই আদেশ দেন বলে রিটকারী পক্ষের আইনজীবী ব্যারিষ্টার ইমাম হোসেন জানান। তিনি বলেন পুর্ণাঙ্গ রায় পেলে আরো বিস্তারিত বলা যাবে। ৮জন বিবাদীর মধ্যে অন্যতম ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস জানান, ঝিনাইদহ পৌরসভায় নির্বাচন হতে আর কোন বাধা নেই। নির্বাচন কমিশন সুত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১৩ মার্চ ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচন হয়। মেয়াদ শেষ হয় ২০১৬ সালের ২ এপ্রিল।

কিন্তু চার বছরের বেশি সময় মামলা জটিলতায় ঝিনাইদহ পৌরসভায় নির্বাচন হয়নি। পৌরসভা আইন অনুযায়ী পৌরসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এদিকে জরুরি ভিত্তিতে পুরনো সীমানায় ঝিনাইদহ পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদাকে চিঠি দেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী। তিনি সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই চিঠি

দিয়েছিলেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ঝিনাইদহ পৌরসভায় গত ২০১১ সালের মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাইদুল করিম মিন্টু মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে পাগলাকানাই ও সুরাট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা মেয়রের সম্মতিতে সুরাট ইউনিয়নের লাউদিয়া, পাগলাকানাই ইউনিয়নের গয়েশপুর, কোড়াপাড়া মৌজাকে পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ৫ এপ্রিল এলাকা সম্প্রসারণের খসড়া গেজেট প্রকাশ করে।

কিন্তু কোনো আপত্তি না পড়ায় ২২ জুলাই চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পরে সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউপি চেয়ারম্যান এ কে এম নজরুল ইসলাম, সুরাটের চেয়ারম্যান কবির হোসেন জোয়ারদার ও জাহাঙ্গীর আলম দুটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। রিট পিটিশন নং ২৯২২/১৬ ও ২৯২৩/১৬। হাই কোর্ট দুটি পিটিশনেরই তিন সপ্তাহের রুল জারি করেন। রুল জারির ফলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৬ সালের ১৯ ফেব্রয়ারি (স্মারক-২২৬) তৎকালীন জেলা প্রশাসকের কাছে জবাব চেয়ে পত্র দেন। জেলা প্রশাসক ২০১৬ সালের ৭ এপ্রিল (স্মারক-১৬৪) জবাব দেন। এরপর আর হাই কোর্টের রুলের জবাব দেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন রিট দুটি মোকাবিলা না করায় কার্যতালিকা থেকে বাদ (আউট অব লিস্ট) দেওয়া হয়। অবশেষে দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার দুপুরে উচ্চ আদালতের দেওয়া রায়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচনী বাধা দুর হলো।

পি কে হালদারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রুনাইসহ গ্রেফতার ৩

সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাওয়া পি কে হালদারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ভাইস চেয়ারম্যান নাহিদা রুনাইসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গ্রেফতার অন্য দুইজন হলেন, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ভারপ্রাপ্ত এমডি সৈয়দ আবেদ হাসান ও সিনিয়র ম্যানেজার রাফসান রিয়াদ চৌধুরী।

উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বাধীন দুদকের টিম মঙ্গলবার সেগুনবাগিচা থেকে তাদের গ্রেফতার করে।

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) তহিদুল ইসলাম মামলা দুটি আমলে নেন।
দুদক কুষ্টিয়া জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া মামলাটি দায়ের করেন বলে দুদকের আইনজীবী আল-মুজাহিদ মিঠু জানান।
আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান
(৫৭) ও তার স্ত্রী বিলকিস রহমান (৪৭)।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০০২ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত খলিলুর রহমানের স্ত্রী বিলকিস রহমান জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার ৫৬৪ টাকা আহরণ করেছেন।
তার বিরুদ্ধে দুদক আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়।
খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট সময়ের মধ্যে ৫২ লাখ ৫৫ হাজার ১৬৯ টাকা আয়ের বৈধ কোনো উৎস দেখাতে পারেননি।
তার বিরুদ্ধেও একই ধারায় মামলা হয়েছে।
এদিকে দুদকের এই মামলা দায়েরের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে লোকজন স্বস্তি প্রকাশ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, “অনেক দেরিতে হলেও দুদকের এই পদক্ষেপে আমি খুশি। তবে দুদক কোটি টাকার সম্পত্তির যে হিসাব দিচ্ছে সেই পরিমাণটা আমার মনে হয় আরও অধিক হওয়ার কথা। যাই

হোক, ঠিক তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারসহ বিদ্যালয়টিকে রক্ষার দাবি করছি।”

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চিকিৎসক নেতা আমিনুল হক রতন বলেন, “এতদিন আমাদের চোখের সামনে তিল তিল করে বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অনেকেই দেখেছি; কিন্তু কেউ মুখ খুলে কিছু বলতে পারিনি।”
এই প্রতিষ্ঠানটি কিছু স্বার্থন্বেষী প্রভাবশালী মহলের অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, “দুদক এতোদিন পর মামলাটি করলেও আমি বলতে চাই, এই প্রতিষ্ঠানটিকে লুটপাট করে এর অস্তিত্বকে যারা বিপন্নের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাদের সকলের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কী পরিমাণ সম্পদ লুটপাট হয়েছে তার ঠিক পরিসংখ্যান আমরা জানতে চাই।” দুদকের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমানের মোবাইলে ফোন দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।
বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক এ কে এম মুনির বলেন, “দুদকের মামলার বিষয়ে আমি শুনেছি। এটা প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। স্কুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দুদক যে মামলা করেছে তার মেরিট দুর্বল। এ মামলায় শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না।”

আলমডাঙ্গায় ২ বেকারিতে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা

জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গায় নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য তৈরি ও পণ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় ২ বেকারিতে জরিমানা করেছে।
গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে আলমডাঙ্গার হাইরোডস্থ মেসার্স মামুন বেকারিতে অভিযান

পরিচালনায় করেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর ভাবে খাদ্য দ্রব্য তৈরি ও তৈরিকৃত পণ্যে মোড়ক না থাকা ও মেয়াদ, মুল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৭, ৪৩ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলায় দায়িত্বরত সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ মেসার্স আরজু ফুডে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে আরজু ফুড নামের বেকারিতে নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, মূল্য ও মেয়াদ তালিকা না থাকায় আরজু ফুডস এর মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে।
দুই বেকারিতে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
অভিযান চলাকালীন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেন। এছাড়াও, সবাইকে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় না করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।
অভিযানের সময় উপস্থিত জনসাধারণকে ভোক্তা অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
নিরাপত্তায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এরূপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।